সুমনা ভট্টাচার্য প্রযোজিত

দিশা

পরিচালনা অনিল ঘোষ সুর ভূপেন হাজারিকা

সুমনা ভট্টাচার্য্য প্রযোজিত, ফিল্ম আর্ট ইন্টারন্যাশনালের

দম্পতি

মুখোপাধ্যায়

কাহিনী :— শ্রীবিভূতি ভূষণ [redacted]াধ্যায় (দৈনন্দিন অবলম্বনে)

রূপায়ণে :—**মালা সিনহা, রঞ্জিত মল্লিক, উৎপল দত্ত (অতিথি)**

পার্থ, মহুয়া, রবি ঘোষ, সুলতা চৌধুরী, কালী ব্যানার্জী, তরুনকুমার, চিন্ময় রায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সুব্রত সেনশর্মা, শোভা সেন, কাজল গুপ্ত, নীলিমা পাল, পূর্ণিমা মুখার্জী, জয়তিলক, শান্তিগোপাল, প্রণব, সন্তোষ, জ্যোৎস্না, ইন্দুদেবী, পরিতোষ রায়, পরিতোষ চৌধুরী, প্রদীপ রানা, মাঃ পার্থ, মাঃ গুল্লু ও আরো অনেকে।

নৃত্যে : কল্পনা ও সাধন গুহ। নৃত্য পরিচালনা : শম্ভু ভট্টাচার্য্য ও সাধন গুহ।

পরিচয় লিপি : দুলাল দাস। ইন্দ্রপুরী ও নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিওতে গৃহীত।

আর, বি, মেহেতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবেরেটরীতে পরিস্ফূটিত।

প্রচার : ঈশ্বরী প্রসাদ শর্মা, স্বপন ঘোষ। প্রচার অঙ্কন : বিদ্যুৎ চক্রবর্ত্তী।

শব্দ গ্রহণ : জে, ডি, ইরানী, জগৎ দাস, অনিল নন্দন। সংগীত গ্রহণ : রবীন চ্যাটার্জী (বম্বে), সত্যেন চ্যাটার্জী, বলরাম বারুই। শব্দ পুনর্যোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জী। রূপসজ্জা : ভীম নস্কর। দৃশ্য সংগঠন : গোপী সেন।

স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও বলাকা। ব্যবস্থাপনা : দিবাকর শর্মা। পটশিল্প : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য। বেশভূষা : নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই, বরেন দত্ত। সহকারী পরিচালনা : মৃনাল দাশগুপ্ত। আলোকচিত্র : অনিল ঘোষ, স্বপন নায়ক। সম্পাদনা : শেখর চন্দ রূপসজ্জা : অজিত মণ্ডল। ব্যবস্থাপনা : তপন, পঞ্চানন।

প্রধান সহকারী পরিচালক : শ্যামল চক্রবর্ত্তী। সংগঠন : জস্‌ওয়ান্তী দেশাই ও শৈলেন দাশ। চিত্রগ্রহণ : কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী। সম্পাদনা : অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায় শিল্প-নির্দেশ : প্রসাদ মিত্র। সজ্জা পরিকল্পনা : চিনা মুখোপাধ্যায়।

আবহ সংগীত : হিমাংশু বিশ্বাস, অনিল মেছিলে (বম্বে)

কণ্ঠ শিল্পী : আশা ভোঁসলে, মান্না দে, আরতি মুখার্জী, সবিতা চৌধুরী, অমিত কুমার ও ভূপেন হাজারিকা। গীতিকার : পুলক বন্দোপাধ্যায়।

সংগীত নির্দেশনা : **ভূপেন হাজারিকা** চিত্রনাট্য : সুমনা দেবী, অনিল ঘোষ।

পরিচালনা : **অনিল ঘোষ।** বিশ্ব পরিবেশনা : **পিয়ালী পিকচার্স**

কাহিনী

সরোজ আর চারু সুখী দম্পতি। চারু সুন্দরী, অনুরাগিনী আর বুদ্ধিমতী। কিন্তু ভীষণ খামখেয়ালী। জেদ আর হেঁয়ালীতে ভরা। জের সামলাতে সরোজ বেচারা নাজেহাল।

একদিনের কথাই ধরা যাক্। চারু রাঁধছে। জঘন্য রান্না, অথচ খেয়ে সুখ্যাতি করতেই হলো। পাছে রাত্রেও রাঁধে, সেই ভয়ে সিনেমায় নিয়ে যেতে চাইলো সরোজ। চারু গেল না, কেননা সরোজের মতে হেমামালিনী দারুন দেখতে। গেল ভ্যারাইটি প্রোগ্রামে। সেখানেও বিপদ। নর্তকী আরতি সেন সরোজের পেসেন্ট। নাচের শেষে ভেতরে দেখা করার অনুরোধ এলো। সরোজ ফিরে এসে দেখলো চারু নেই। পরে জানা গেল—চারু সোজা গেছে বাপের বাড়ী। সেখানেও গিয়ে ছট্‌ফটানি। পাঁচদিন হয়ে গেল, সরোজকে না দেখে থাকতে পারছে না। কোপটা গিয়ে পড়লো বেচারা বাবার ওপর। তার চুরুট খাওয়া বারণ। লুকিয়ে বাথরুমে চুরুট খাচ্ছিলেন। চারু ধরে ফেলল। বলল : এই চল্লুম বাড়ী, আর কোনদিন আসবো না।

আর একদিন! এক মিথ্যে টেলিগ্রাম করে বিদেশ থেকে আনালো পঙ্কজ আর কুমুকে। না ওরা দম্পতি নয়। তবে হ'তে চায়। নিজের দেওরের সঙ্গে পিসতুতো বোনের বিয়ে দিতে চায় চারু। মনের গোপন বাসনা : পঙ্কজ-কুমুর যে সন্তান হবে, সে চারুর কাছে থাকবে। সাত বছর বিয়ে হয়েছে, কিন্তু চারু মা হ'তে পারেনি। সেটাই তার অস্বাভাবিকতার কারণ। শাশুড়ী কাশীতে ঠাকুরের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যতদিন না ঠাকুর চারুর কোল ভরে দিচ্ছেন ততদিন তিনি বাড়ী ফিরবেন না। তাঁর সংকল্পের কথা সরোজও জানে তাই চারুর খামখেয়ালী সহ্য করে।

হঠাৎ চারু ধরে বসল "আমায় ভগবান দেবেন না, তুমি আবার বিয়ে কর।" কি করে সরোজ? রঞ্জন ফিমেল পার্ট করে। তাকে রঞ্জনা সাজিয়ে আনলো চারুর সামনে। ফল? মার চিঠি আর শাসানি—"মেয়ে নিয়ে ঘোরা? এক্ষুনি চলে এসো।"

কাশীতে এসে তাবিজ, কবচ, তান্ত্রিক এর পালা, আর চারুর নানা পাগলামো। শাশুড়ীর আপত্তি পঙ্কজ—কুমুর বিয়েতে তাই বানিয়ে গপ্পো বললো—মহাদেব স্বপ্ন দিয়েছেন "পঙ্কজ—কুমুর বিয়ে দিতে হবে।" মা বললেন: তাই হোক্। কিন্তু মহাদেব নিজের নামে মিথ্যে বলা সইবেন কেন? তিনি সত্যিই স্বপ্নে দেখা দিলেন চারুকে। বল্লেন: "আমার নামে তুই মিথ্যে কথা বললি?" কিন্তু ক্রুদ্ধ মহাদেবকে চারু ঠাণ্ডা করলো—এক মোক্ষম যুক্তির চালে। শুধু তাই নয়—নিজের জন্যে এক বরও আদায় করে নিল।

বলুন তো কি সে বর?

সংগীত

১

কোরাস: ঝম্ ঝম্ বম্ ভোলে,
শিবশংকর দোলে ॥

চারু: ও—দাওনা আমায় দাও বলে
কেন দুনিয়াটা রাতদিন ঘোরে
বন্‌বন্ বন্‌বন্ কোরে?
এই ঘরবাড়ী অলিগলি মাঠঘাট
সব ঘুরে যাচ্ছে—
সব জিলিপির পাক যেন খাচ্ছে
আমার ভীষন হাঁসি পাচ্ছে—
আমায় হাসতে দাওনা
আরো জোরে
আমার দারুন ভালো লাগছে।

কোরাস: কিং কিং কিং ম্রিং ম্রিং ম্রিং
ওঁ নমঃ শিবায়—
ঝম্ ঝম্ বম্ ভোলে,
শিবশংকর দোলে ॥

চারু: ঐ মন্দির বেশ আছে,
ষাঁড় চলে গা-টা দুলিয়ে
বাবা শিবনাথ গেছে পালিয়ে,
ঘণ্টা বাঘের ল্যাজে ঝুলিয়ে
কাশীধাম আকাশে চলে উড়ে
আমার দারুন ভালো লাগছে।

কোরাস: ঝম্ ঝম্ বম্ ভোলে,

চারু: এই ছেলেটা কী সুন্দর!
মিষ্টি দেখাচ্ছে তোমাকে
কত ভালোবাসো তুমি আমাকে,
আমার মতন সুখী আছেকে?
চোখ দুটো কেন তবু জলে ভরে?
আমার দারুন ভালো লাগছে,
তবু আমার কান্না কেন পাচ্ছে?
(আমি জানিনা তো—সত্যি,
সত্যি বলছি—
আমি জানিনা—)

কোরাস: ঝম্, ঝম্, বম্, ভোলে,
শিবশংকর দোলে ॥

২

আয়রে আয়, মন তোকে চায়
বল্‌না আমায় কোথায় তোকে পাই।
বুকটা ভরে জড়িয়ে ধরে
মিষ্টি চুমায় প্রাণটা জুড়াই ॥
স্বপ্ন আমার কাজল করে
তোর চোখেতেই পরিয়ে দেব,
ঐ চোখেতেই সারাটি জীবন
কী দেখেছি মিলিয়ে নেব
কখনো তো আর দেবনা যেতে
যদি একবার কাছে তোকে পাই ॥

সূর্য ওঠে ফুলও ফোটে
পাতাও দোলে পাখীরা গায়,
জানিস্‌ নাকি ওরে ও নিঠুর
তুই নেই তাই সবই যে হারায় ॥
তোরই আশায় আকাশ থেকে
লক্ষ তারা আনতে পারি
রত্নদ্বীপের সাগর পারের
ঝিনুকগুলো ভাঙতে পারি
তুই শুধু বল্‌ আসবি কখন
আর কিছু নয় আমি তোকে চাই ॥

৩

ছেলে : দাঁড়াও দাঁড়াও বলে যাও
আমার কথার জবাব দাও
বলো খেলিয়ে কি সুখ পাও ?
মেয়ে : আই লা !
ছেলে : আমরা না হয় প্রেমের পরে
কেটে পড়ি মাকে দেখিয়ে
মেয়ে : পড়ই তো !
ছেলে : তোমরা যে ভাই কেটে পড় সব
শুধুই কোমর বেঁকিয়ে !.....
মেয়ে : আমরা যখন ভালোবাসি অন্য
কিছুই বুঝিনা
ছেলে : হ্যাঁ ?
মেয়ে : তোমাদেরি মত হেথাহোথা
অন্য ঠিকানা খুজিনা
ছেলে : চুচু চুচু চুচু চুচু—
নিজের বেলায় আঁটিশুটি, পরের
বেলায় দাঁতকপাটি
নাও কথার জবাব নাও,
খেলাতে আমরা চাইনা মোটেই
তোমরাই খেলে যাও।
ছেলে : হোয় হোয় !.....
মেয়ে : আমারও একটা প্রশ্ন আছে,
বলতে হবে এখন—
ছেলে : হুঁ ?
মেয়ে : রাস্তাঘাটে একলা পেলে,
কেন কর জ্বালাতন ?
ছেলে : আহা ষাট ষাট ষাট বালাই
আমরা মিথ্যে কি আর জ্বালাই ?
আগে তোমরাই তো জ্বালাও—
মেয়ে : ধ্যোৎ !
ছেলে : জ্বালালে আগুন লাগবে জেনো
একটু যে ছ্যাঁকাও।
মেয়ে : আই লা !.....
ছেলে : তাহলে এখন ব্যাপারটা এই
দোষটা যে দুজনার
আমরা দুজন সব কিছুরই
সমান অংশীদার।
ছেলে : কেয়া ?
মেয়ে : সমান অংশীদার।.....
এবার ভাব ভাব ভাব ভাবরে
আর ঝগড়া তো নয় ভাবরে
আমরা না হয় নাচতে রাজী
তোমরা যদি নাচাও।
ছেলে : তবে বেশ বেশ বেশতো
সব যুদ্ধ এবার শেষতো
বেশ যত খুশী জ্বালাও
আমরা সদাই খেলতে রাজী
তোমরা যদি খেলাও।
মেয়ে : আই লা !

৪

পাঁচু : হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ
মেঁ আ গয়া-বাগদাদ কা
পাঁচু আ গয়া
আজ তোকে আমি উঠাকে
লে কে জায়েগা
তোকে ইয়ে, মানে বিয়ে করেগা।
বিদিয়া : যা যা যা মুখ ধুয়ে আয়
দেখনা বদন আর্শী দিয়ে
শুনে আমার ভিরমি লাগে
তুই না কি ভাই করবি বিয়ে
পাঁচু : সামনে পেলে রসের হাঁড়ি
না চেখে কি থাকতে পারি ?
শুঁকেই যদি মাতাল হলাম
বেঘোর হব ডুব দিয়ে
দেখ্‌ দেখ্‌ দেখ্‌ দেখনা চেয়ে
এসে গেছি গোঁফ কামিয়ে ॥
বিদিয়া : দেখি দেখি মুখটা দেখি
মরদ নাকি রমণী তুই
আদল দেখে ভাল করে
বোঝাতো যায় না কিছুই।
পাঁচু : ঘোমটার আড়াল থেকে
হয়কি বাছাইরে ?
সোনা কি পেতল আমি
কর না যাচাই রে।
বিদিয়া : আমি কি তোর কষ্টিপাথর ?
পাঁচু : না না-না গো না
বেল ফুলের মিষ্টি আতর।
বিদিয়া : তাহলে দে কথা দে
সারাজীবন মাখবি গায়ে
পাঁচু : তবে আর দেরী কেন
চল না দু'জন করি বিয়ে

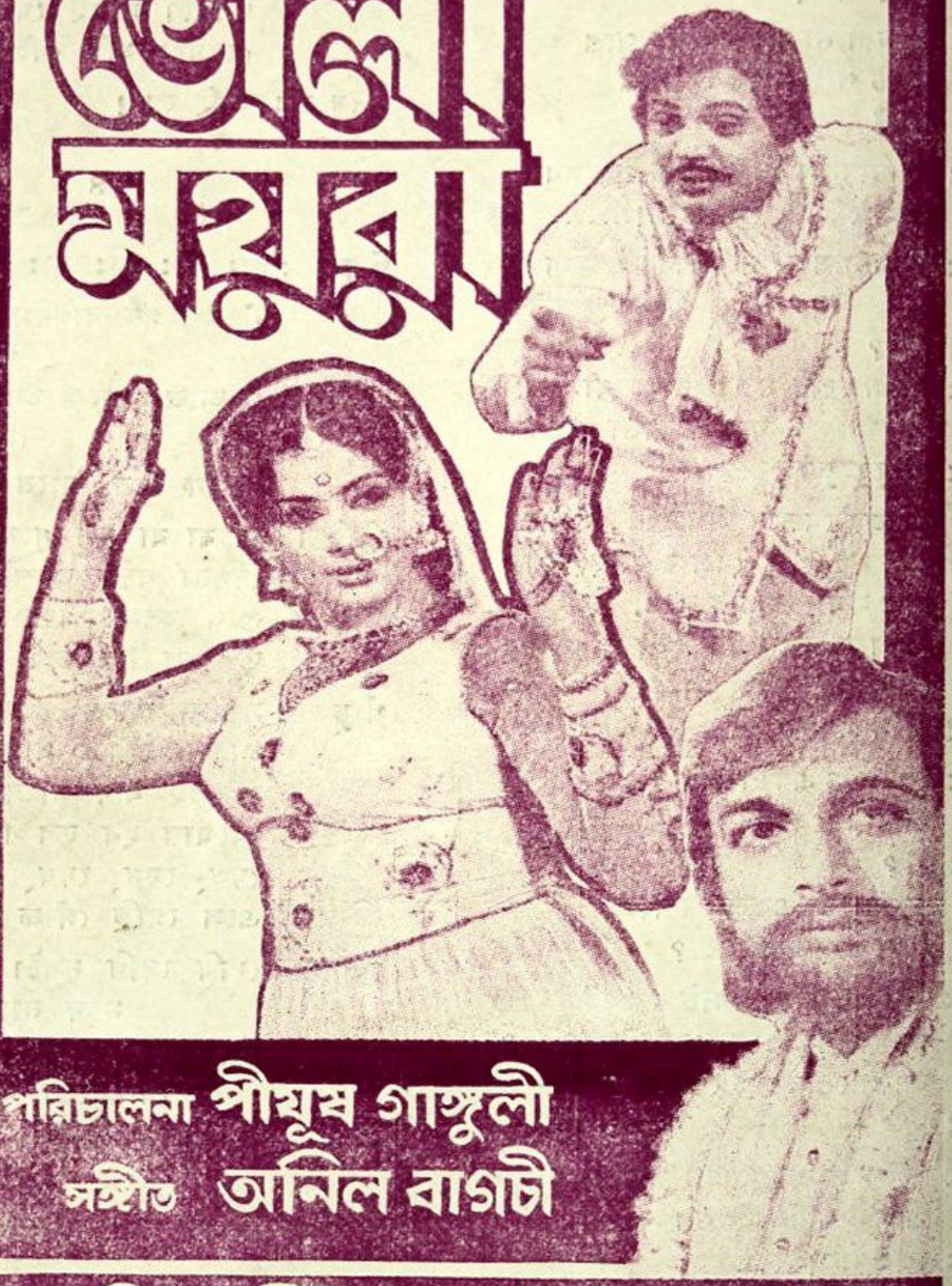

পিয়ালী পিকচার্স-এর প্রচার বিভাগ হইতে শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ শর্মা কর্তৃক ৩২, গনেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রচারিত। পারেখ প্রিন্টিং ওয়ার্কস ৪৩/ডি, সুবার্বন স্কুল রো, কলিকাতা-২৫ হইতে মুদ্রিত।